Keywords:
Spirituality
Good deeds
Blessing

Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

3 January 2025 / 3 Rejab 1446H

রজব মাসে আমাদের আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি করা

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، وَأَمَرَنَا بِالتَّقْوَى وَالخُلُقِ الكَرِيمِ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,
আসুন আমরা একসঙ্গে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার সকল আদেশ মেনে চলার মাধ্যমে এবং তাঁর নিষেধসমূহ থেকে নিজেদের বিরত রেখে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলার প্রতি আমাদের তাকওয়া দৃঢ় করি। আমাদের নিয়ত এবং ভালো কাজ করার সংকল্প নবায়ন করি। আল্লাহ্র অসন্তোষের দিকে পরিচালিত লোভ-লালসাগুলোকে অতিক্রম করার জন্য সর্বদা আল্লাহ্র দিকনির্দেশনা প্রার্থনা করা থেকে আমরা যেন বিরত না থাকি। মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা আমাদের সবাইকে তাঁর রহমত এবং বরকতে সিক্ত করুন। আমিন, ইয়া রাব্বাল আলামিন।

প্রিয় ভাইয়েরা,
আলহামদুলিল্লাহ, আমরা মুসলিম হিসেবে নতুন বছর শুরু করি বরকতময় মাস রজবকে স্বাগত জানিয়ে। আজকের খুতবা আমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে এই পবিত্র মাসের পবিত্রতাকে উপলব্ধি করতে। সেইসাথে আসুন আমরা আমাদের ঈমান এবং আধ্যাত্মিকতার মান যাচাই করি।আশা করি যে এর মাধ্যমে আগামী দিনগুলোয় আমরা আধ্যাত্মিকভাবে এবং আচরণে আল্লাহ্র আরও ভালো বান্দা হয়ে উঠতে পারব।

সম্মানিত মুসল্লিবৃন্দ,
রজব মাস হলো চারটি পবিত্র মাসের একটি, যা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা সম্মানিত করেছেন। সুরাহ আত-তাওবাহর ৩৬ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثۡنَا عَشَرَ شَهۡرٗا فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوۡمَ
خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ مِنۡهَآ أَرۡبَعَةٌ حُرُمٞۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُۚ
فَلَا تَظۡلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمۡۚ

অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন যে বছর বারো মাসের। আসমান ও জমিন সৃষ্টির দিন থেকেই তা তাঁর কিতাবে নির্ধারিত। এর মধ্যে চারটি মাস পবিত্র। এটিই সঠিক পথ, তাই তোমরা নিজেদের প্রতি এই মাসগুলোতে অন্যায় করো না..."

কিছু তাফসিরবিদ, যেমন ইবনে কাসির, ব্যাখ্যা করেছেন যে এই চারটি পবিত্র মাস – যিলকদ, যিলহজ, মহররম এবং রজব – বিশেষ মর্যাদা ও বরকতের কারণে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাদের পবিত্র ঘোষণা করেছেন। এজন্য, এই মাসগুলোতে যে কোনো পাপ বা সীমালঙ্ঘন আল্লাহর কাছে গুরুতর বলে বিবেচিত হয়। অন্যদিকে, এই মাসগুলোতে সৎকর্ম ও আনুগত্যের কাজ করলে তার প্রতিদান বহুগুণ বৃদ্ধি করা হয়।

অতএব, প্রিয় ভাইয়েরা, আসুন আমরা নিজেদের প্রতি পাপ ও সীমালঙ্ঘনের মাধ্যমে অবিচার করা বন্ধ করি, যার মাঝে আমাদের নিজেদের মধ্যে বিরোধও অন্তর্ভুক্ত। বরং, আসুন আমরা আমাদের সৎকর্ম বৃদ্ধি করি, যা জীবনের এবং আল্লাহর প্রদত্ত রিজিকের জন্য কৃতজ্ঞতার প্রতীক, যেমন আমরা আগে সূরা আত-তাওবার ৩৬ নম্বর আয়াতে স্মরণ করেছি।

প্রিয় ভাইয়েরা,
আলেমগণ মনে করেন যে রজব মাস হলো কল্যাণ ও বরকতের একটি মৌসুমের সূচনা। ইমাম ইবনে রজব আল-হানবালির রচিত বই লাতায়িফ আল-মাআরিফ-এ তিনি লিখেছেন: "বছর একটি গাছের মতো। রজব হলো সেই সময় যখন এর পাতা সবুজ হয়, শাবান হলো যখন এর ডালপালা পূর্ণতা লাভ করে, আর রমজান হলো যখন এর ফল ও ফসল সংগ্রহ করা হয়। আর মুমিন হলো সেই ব্যক্তি যে এর সুফল লাভ করে।"
এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় যে রজব হলো আমাদের সংকল্প পুনরুদ্ধার, নিজেদের পরিশুদ্ধ করা এবং শীঘ্রই আগত রমজানের বরকত স্বাগত জানানোর উপযুক্ত সময়। মুসলমানদের জন্য, রজব মাস হলো একটি পর্যবেক্ষণের মুহূর্ত, যা আমাদেরকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মেরামত করতে এবং অধিক আনুগত্যের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে স্মরণ করিয়ে দেয়। মানুষের স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতাগুলোর মাঝে এটি সুন্দরতর পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুতির সময়।

সম্মানিত মুসল্লিবৃন্দ,
এই পবিত্র মাসে আমাদের আত্মিকতা বৃদ্ধি করার জন্য আসুন আমরা নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করি:
প্রথমত: আমাদের পূর্ববর্তী ভুলগুলো পুনরাবৃত্তি না করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা।
মানুষ হিসেবে আমরা সকলেই ভুল করি। কখনও কখনও আমাদের ঈমান শক্তিশালী থাকে, যা আমাদেরকে খারাপ উদ্দেশ্য এবং কামনা জয় করতে সাহায্য করে। তবে, অন্য সময়ে আমরা নফস এবং শয়তানের কুমন্ত্রণায় প্রভাবিত হই। তবে, আমাদের কখনও হাল ছেড়ে

দেওয়া উচিত নয় বা মন্দের চক্রে আটকে থাকা উচিত নয়। আবার উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের পূর্বের ভুলগুলো পিছনে ফেলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। গভীর অনুশোচনা অনুভব করে সেই পাপগুলো পুনরাবৃত্তি না করার জন্য নতুন সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। খারাপ কাজের চিহ্ন মুছে দেওয়ার জন্য ভালো কাজ করতে হবে। আসুন, আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপদেশ মনে রাখি:

اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

যার অর্থ: "তুমি যেখানে থাকো না কেন, আল্লাহকে স্মরণ করো, এবং একটি খারাপ কাজের পর একটি ভালো কাজ করো যাতে খারাপ কাজটি মুছে যায়, আর মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করো।" (তিরমিজি বর্ণিত)

দ্বিতীয়ত: আমাদের ভালো কাজগুলো বৃদ্ধি করা। এই বৃদ্ধি শুধুমাত্র পরিমাণের দিক থেকে নয়, যদিও তা অবশ্যই উৎসাহিত করা হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আমাদের ইবাদত ও কাজের গুণগত মান। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সূরা আল-মুলক, আয়াত ২-এ বলেছেন:

ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ﴿٢﴾

যার অর্থ: "তিনিই মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যেন তিনি তোমাদের পরীক্ষা করেন, তোমাদের মধ্যে কে কর্মে উত্তম। আর তিনি পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।"

মূল বাক্যটি হলো "তোমাদের পরীক্ষা করেন, তোমাদের মধ্যে কে কর্মে উত্তম।" আসুন, আমরা বিনম্রভাবে পর্যবেক্ষন করি: আমাদের কাজ কতটুকু আন্তরিক। আমরা কি আমাদের নামাজ খুশু ও মনোযোগ দিয়ে আদায় করি? দান করার সময় আমাদের নিয়ত কতটুকু বিশুদ্ধ? আমরা কি কুরআন তিলাওয়াত করি গভীর চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে? এসব পর্যবেক্ষনমূলক প্রশ্ন আমাদের কাজের মান উন্নত করার জন্য পথপ্রদর্শক হতে পারে এই প্রত্যাশায় যে এই প্রচেষ্টা আল্লাহ তাআলার করুণা ও ভালোবাসা অর্জনে সহায়ক হবে, যা আমাদের জীবনের দিকনির্দেশনায় খুবই প্রয়োজন।

প্রিয় সম্মানিত মুসল্লিগণ,
এই নতুন অধ্যায়ে, জীবন নামক এই উপহারের সুযোগ নিয়ে আমাদের আধ্যাত্মিকতা চর্চা ও তা' লালন করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করুন যেন এটি পুরো বছরজুড়ে আমাদেরকে স্থায়ী সৎকর্মের ফল দেয়। আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদেরকে উত্তম কর্ম সম্পাদনে এবং তাঁর নৈকট্য অর্জনের জন্য আগ্রহী বান্দা হতে জীবনের শেষ পর্যন্ত শক্তি দান করেন । আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে রজব ও শাবান মাসে বরকত দেন এবং রমজান মাসের সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ দান করেন।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ.

اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا اْلْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلَامَ وَالأَمْنَ وَالأَمَانَ لِلْعَالَمِ كُلِّهِ وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ